পত্র সাহিত্য
নীরদ চন্দ্র চৌধুরী

উ পেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী ও সুশীলাদেবীর পুত্র নীরদ চন্দ্র চৌধুরীর জন্ম ২৩ শে নভেম্বর ১৮৯৭। পশ্চিমবঙ্গের বনগ্রামে। ১৯৩২ সালে শ্রীমতী অমিয়া ধরের সঙ্গে তিনি বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯১৮ সালের স্নাতক নীরদ চন্দ্র চৌধুরী যিনি নিরোদ, সি, চৌধুরী নামে অধিক পরিচিত, পাশ্চাত্যের বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক ভাষণ দিয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। রেডিও ও টি.ভিতে তাঁর বেশ কিছু অনুষ্ঠান বিদেশে তাঁকে পরিচিত করে তোলে। বিশেষতঃ ১৯৭২ সালে 'দি ব্রাউন ম্যান ইন সার্চ অব সিভিলাইজেশন', 'এভরীম্যান(১৯৮৩), স্প্রীং টাইগার(১৯৮৪)। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলি হোল — 'দি অটো বায়োগ্রাফী অফ্ এ্যান আননোন্ ইণ্ডিয়ান'(১৯৫১), 'এ প্যাসেজ টু ইংল্যাণ্ড (১৯৫৯)'; ১৯৬৫ সালে প্র কাশিত তাঁর 'দি কন্টিনেন্ট অফ সারসি' (এর জন্য তিনি ১৯৬৬ সালে ডাফ্ ক্যুপার মেমোরিয়াল পুরস্কার লাভ করেন); ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর 'ইন্টাল্যাকচুয়াল অফ্ ইণ্ডিয়া; ঐ সালেই প্রকাশিত হয় তাঁর বাংলাগ্রন্থ 'বাঙালী জীবনে রমণী'। ১৯৭০ এ প্রকাশিত হয় 'টু লীভ অর নট টু লীভ'। শ্রীচৌধুরীর আর একখানি বিখ্যাত বাংলাগ্রন্থের নাম 'আত্মঘাতী বাঙালী'।

বিগত সংখ্যার (শ্রাবণ/১৪০৯) বিজ্ঞাপনে আমরা উল্লেখ করেছি নীরদ সি চৌধুরী তাঁর সহপাঠীবন্ধু যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে যে সমস্ত চিঠি লিখেছেন, তাঁর দু'টি প্রকাশের কথা। যতীন্দ্রনাথের দৌহিত্র হুগলীর তেলেনীপাড়া নিবাসী গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে চিঠি দু'টি পাওয়া। — সম্পাদক/ গোধূলিমন

20 Lathbury Road
OXFORD, OX2 7AU
20 Feb. 1986

প্রিয়বরেষু যতীনবাবু,
আজ সকালে কিছুক্ষণ আগে আপনার চিঠিখানা পেলাম। আধঘন্টার মধ্যে উত্তর দিতে বসেছি তাতেই বুঝবেন কত আনন্দিত হয়েছি। চিঠিটা আমার পুরোনো ঠিকানায় গিয়েছিল; সেই বাড়ী ছেড়ে ১৯৮২ সনে আমি নতুন বাড়ীতে (ভাড়া বশৎ) এসেছি। ঠিকানাটা নিয়ে রাখবেন, যাতে যখনই চাইবেন পান।

আপনার চিঠির সম্পর্কে আশ্চর্যের কথা এই যে, ক'দিন ধরেই জানিনা কেন, আপনার কথা মনে করছিলুম। এমনকি অ্যাটলাস্ খুলে ধুবড়ীর অবস্থানও দেখেছিলুম। আমার স্ত্রী টেলিপ্যাথিতে বিশ্বাস করেন। এটাই তাই? বছর কয়েক হলো, আপনার দৌহিত্র জেনেভা থেকে আমাকে টেলিফোন করেছিলেন, ও আপনার খবর দিয়েছিলেন। আমাদের বয়স তো হয়েছে, তাই এতদিনে কি হয়েছে ভাবছিলুম। আজ চিঠি পেয়ে নিশ্চিত হলুম।

আমার আর আপনার বয়স প্রায় সমান। আমিও ৮৯ বছরে পড়েছি। আমার জন্ম ১৩০৪ বাংলা সনের ৯ই অগ্রহায়ণ; ইংরেজী ১৮৯৭ সনের ২৩শে নভেম্বর। আপনি যেন আমার মাস কয়েকের বড়।

আপনি এখনও আদালতে যান জেনে খুশী হলুম। আমিও এখনও স্থবির হয়ে পড়িনি। হাঁটাচলা সর্বর্বদাই করি; বাগানেও কাজ করি। আমার স্ত্রী শিলং-এর মেয়ে। আমার চাইতে ১২ বছরের ছোট। আমি বিয়ে করি অনেক দেরী ৩৪ বছর বয়সে, ১৯৩২ সালে। উনি আর্থ্রাইটিসে আক্রান্ত, সেজন্য চলাফেরা করতে পারেন না; নইলে অন্যদিকে ভালই আছেন। উনি ১৯৩৬ পর্য্যন্ত স্কটিশচার্চ কলেজে পড়তেন। আমাদের তিনটি ছেলে (মেয়ে নেই) আগেই লিখেছি। বড় ছেলে দিল্লীতে গভর্ণমেন্টে কাজ করে; একটি সন্তান। মেয়ে — ১৮ বছর হয়েছে, পড়াশোনায় খুবই ভালো। ২য় ছেলে কলেজ অধ্যাপক — তিন চারটে বই লিখেছে। ও ইকনমিক হিষ্টোরিয়ান বলে, সর্ব্বত্র নাম হয়েছে। ছোট ছেলে, কলকাতায় ন্স্তস্তব্বব্দন্ধজন্তপ্তন্দব্দ— এদেশের সঙ্গে, ইউরোপের সঙ্গে ও চীন জাপান মালয়-এর সঙ্গে যোগাযোগ আছে। এখন এদেশে এসেছে, তাই দেখা হয়েছে।

আমি আত্মজীবনীর ২য় খণ্ড কিছুদিন হলো শেষ করেছি— ১৯২১ সন থেকে ১৯৫২ সনে কর্ম্মজীবন অবসান পর্য্যন্ত কাহিনী। আসল বিষয়, ইংরেজ রাজত্বের অবসান। বইটা বড্ড বড় হয়ে গিয়েছে — ১৩০০ পৃষ্ঠা টাইপে। সুতরাং প্রকাশ করা খরচের ব্যাপার হয়েছে, ও একটু মুস্কিলও হচ্ছে। এখানে বই একমাত্র প্রকাশকের খরচেই বা'র হয়। তবে ছেপে বেরোবে ভরসা রাখি।

এ'ছাড়া এখানে-ওখানে বক্তৃতা করি। বি-বি-সি আমার ওপর দুটো টেলিভিশান ফিচার দেখিয়েছে।

আপনার সঙ্গে শেষ দেখা হয় ১৯২০ সনে। তারপর আবার যোগাযোগ হয় ১৯৫১ সনে আত্মজীবনী বার হবার পর। আপনার জীবন পরিচিত জগতেই দানা বেঁধেছে। আমি যে ময়মনসিংহ জেলা থেকে ভেসেভেসে কানাডায় ভ্যাঙ্কুভার পর্য্যন্ত ঘুরব, ও শেষজীবন অক্সফোর্ডে কাটাবো স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। ১৯২০ সনে তো ব্যর্থতারই সম্মুখীন হয়েছিলুম। ১৯২১ থেকে ১৯৩৭ সন পর্য্যন্ত খুব কষ্টে ও দারিদ্রে কাটে, তারপর ধীরে ধীরে উন্নতি হতে থাকে।

আপনিও আমার একমাত্র সহপাঠী ও যৌবনের বন্ধু যে নাকি আমার কথা মনে করে যোগাযোগ রাখতে চেষ্টা করেছে। আর কেউ বেঁচে আছেও কিনা জানিনা। কারো কারো মৃত্যুসংবাদও পেয়েছি। আমাদেরও এখন দিন গুণে জীবন কাটাতে হচ্ছে। কিন্তু ভয় বা দুঃখনাই। আমি এখন আর নবজীবনে বিশ্বাস করতে পারিনা। মৃত্যুর সঙ্গে সব শেষ হয়ে যাবে জেনেও, জীবনে আজো অটুট রয়েছি।

আপনি আমার ছবির কথা লিখেছেন। সঙ্গে আমাদের বাড়ীর ও বাগানের দুটো রঙীন ফোটো পাঠালাম।ড়ঙ্গ'ব্দড়ঙ্গ- এর বিবরণেরও একটি নকল পাঠালাম। অল্প বয়সের বন্ধু যার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেআশা করবার কোনো কারণ এম.এ পরীক্ষায় ব্যর্থতার পর ছিলনা, তার শক্তি অনুযায়ী সাফল্যের পরিচয় জেনে নিশ্চয়ই খুশী হবেন।

আমি জীবনের শেষে একটা জিনিস খুবই অনুভব করছি। তা হচ্ছে জীবনে প্রথমে কষ্ট ও শেষে সাফল্য ও শান্তি জীবনের প্রথমে সৌভাগ্য ও শেষে দুঃখের চাইতে

শ্রেয়ঃ।

আমার সবচেয়ে সুখের অনুভূতি এই যে, এখনো আমি নিজের কাজ করতে পারছি। কেউই বলেনা যে, বয়সের জন্যে আমার শক্তির ক্ষয় হয়েছে, আপনিও যতদিন আছেন সুখে, শান্তিতে ও স্বাস্থ্যে বেঁচে থাকুন, তাই কামনা করি। যৌবনের বন্ধুর এই কামনা জানবেন।
ইতি,
আপনার
শ্রী নীরদ চন্দ্র চৌধুরী

পুঃ - আমার একমাত্র দুঃখ — সে দুঃখ ঘুচবার নয়— তা হচ্ছে দেশ ও বিশেষ করে বাঙালী জাতি নিয়ে। আমি এখন আমার ২য় বাংলা বই আরম্ভ করেছি। তার নাম হবে 'আত্মঘাতী বাঙালী'। জানিনা আপনি আমার প্রথম বাংলা বই — 'বাঙালী জীবনে রমণী' পড়েছেন কিনা। যদি ২য় বইটা বার হয়, তবে আমার মনে হয়, অকেজো বাঙালীর মনে একটা ধাক্কা লাগবে, ও তা থেকে একটা নতুন উদ্যমের সূচনা দেখা যেতেও বা পারে। তবে সমগ্র বাঙালী জাত এত অবসন্ন যে, ভরসা করা যায় না।
২০ স্ত্রব্ধড়ন্তুব্ধজন্তু ত্মম্প্রস্তু
থদ্ধঠথত্মড্ড, থদ্ধ২ ৭ট্রহ
২০ ঠন্দ্বত্র১৯৮৬

প্রিয়বরেষু, যতীনবাবু,
আপনার ২১শে অক্টোবর তারিখের চিঠিখানা কাল এল। অন্য কথা লিখবার আগে আপনার আগেকার (ইংরেজীতে লেখা) চিঠিখানার উত্তর না দেবার জন্যে মাপ চাইছি। সেটা আমার ভয়ঙ্কর অপরাধ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আসামাত্র উত্তর দেবার জন্যে একখানা খামে আপনার নাম ঠিকানা লিখে রেখেছিলুম, সেই খাম খানাতেই এই চিঠি পাঠাচ্ছি। কিন্তু তারপর কতকগুলো কাজ পড়েছিল, তাছাড়া এপ্রিলের শেষে আমার স্ত্রীর একটা ড়ন্দ্বত্রজব্ধত্রব্ধব্ধত্রন্তুন্স হয়, যার জন্যে তাঁকে হাসপাতালে যেতে হয়। তারপর পড়ল বাংলা বইটা শেষ করবার তাগিদ। আমার ২য় বাংলা বই-এর কথা শুনেছেন কিনা জানিনা। এটা আমার ৯১-জন্মদিনে বার হবার কথা আছে, হয়ত দেরী হতে পারে। তবে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি আগে বার হবেই। তাছাড়া বই-এর খানিকটা আনন্দবাজারে

ব্দন্দ্বজন্ত্রপ্তুনস্ত্রন্দ্ব করার কথা আছে। সেটা দেখতে পাবেন। আশা করি বইটাও পড়বেন।

ওটার নাম ও বিষয় 'আত্মঘাতী বাঙালী'। এটা তিন ভল্যুম হবে — প্রথমটার নাম 'আজি হ'তে শতবর্ষ আগে।' এতে ১৯০০ সালের কাছাকাছি বাঙালী জীবন কি ছিল তার পরিচয় দিয়েছি। আর দুটি খণ্ডে বাঙালীর অধঃপতনের ইতিহাস থাকবে।

আমার ইংরেজী বই (আত্মজীবনী ২য় খণ্ড ১৯২১ —১৯৫২-এর কাহিনী) ৯০ জন্মদিনে বেরিয়েছে। গেল সপ্তাহে ওটি আমেরিকাতেও বেরিয়েছে।

এছাড়া কাগজে মাঝে মাঝে ইদানিং লিখে থাকি। এ-বছরে ড্ড্রনপ্তুন্তু বন্দ্বপ্তুন্দ্বব্ধজ্রন্দ্মড় ও ত্রন্মন্দ্বন্তুব্ধত্রব্ধন্সজ-এ লিখেছি।

আমার ইংরেজী বইটার এখানে বেশ সমাদর হয়েছে। আমেরিকার খবর এখনও পাইনা।

আমার জীবন সম্বন্ধে ধারণা এই যে, যদি জীবনের কৃত্য বানাতে না পারা যায়, তাহলে শুধু বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা নেই। যদিও বাঁচা মরা কারুরই হাতে থাকে না। কিন্তু কাজ করা হাতে থাকা তাই যতটুকু শারীরিক শক্তিতে কুলোয় করে যাচ্ছি।

আশা করি বাংলা বইটা পড়ে কেমন লাগলো জানাবেন। তারপর বিস্তারিত চিঠি লিখব। সমপাঠী ও সহকর্ম্মীর মধ্যে শুধু আপনিই রয়েছেন। এটা আমার খুবই আনন্দের বিষয়। যাঁরা আমার কাছ থেকে অনেক প্রত্যাশা করতেন তাঁদের কেউই আমি যে কিছু করলাম দেখে যাননি। এটা দুঃখের কথা।

আশা করি এ বয়সে যতটুকু ভাল থাকা যায় আছেন। আমি ভাল আছি। কিন্তু স্ত্রীর শরীর ভাল যাচ্ছে না। তাঁর বয়স আমার চেয়ে যদিও ১২ বছর কম। আজ এই পর্য্যন্ত।
ইতি।
আপনার
শ্রী নীরদ চন্দ্র চৌধুরী